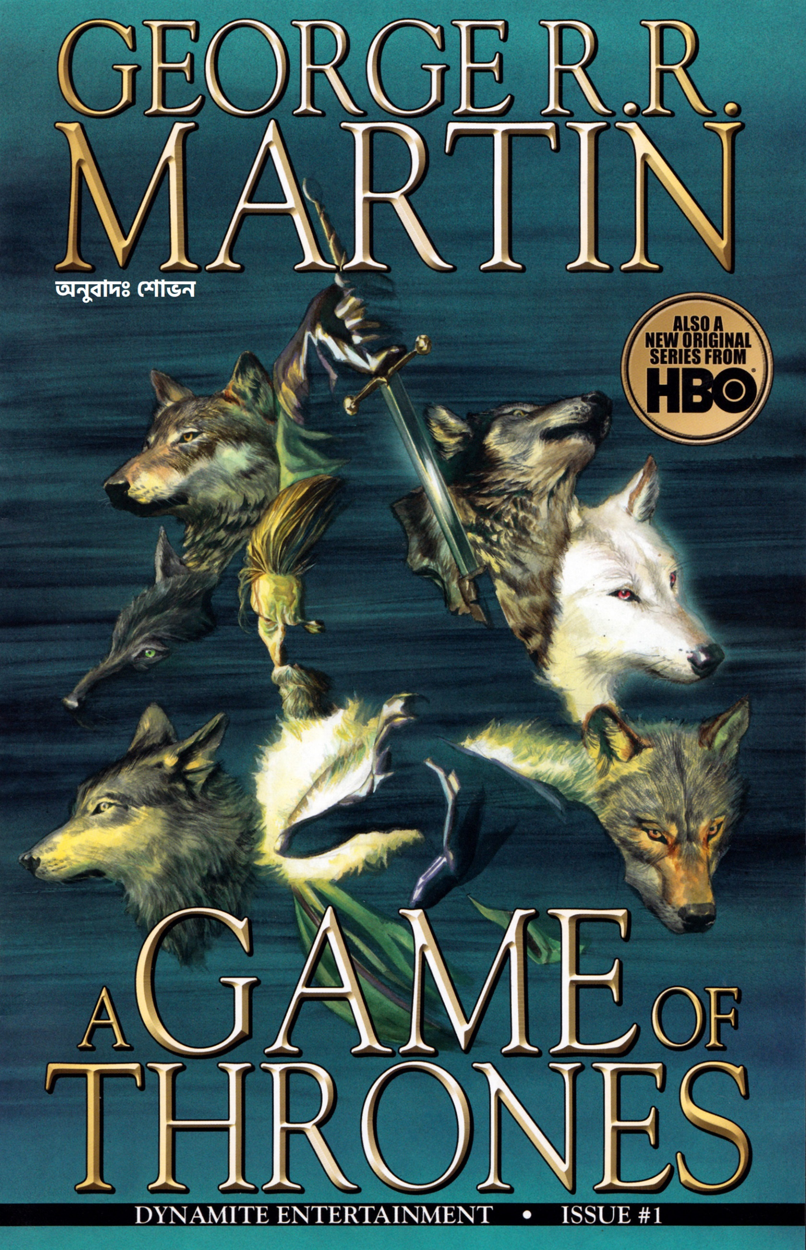
GEORGE R.R.
MARTIN
অনুবাদঃ শোভন
ALSO A
NEW ORIGINAL
SERIES FROM
HBO
A GAME OF
THRONES
DYNAMITE ENTERTAINMENT • ISSUE #1

A GAME OF THRONES

BOOK ONE OF A SONG OF ICE AND FIRE

Based on the novel by
GEORGE R.R. MARTIN

Adapted by
DANIEL ABRAHAM

Art by
TOMMY PATTERSON

Letters by
MARSHALL DILLON

Colors by
IVAN NUNES

Covers by
ALEX ROSS (main)
MIKE S. MILLER (1-in-10 variant)

Series Editors:
ANNE GROELL
TRICIA PASTERNAK

Iron Throne image by TOM HALLMAN

DYNAMITE ENTERTAINMENT

NICK BARRUCCI • PRESIDENT
JUAN COLLADO • CHIEF OPERATING OFFICER
JOSEPH RYBANDT • EDITOR
JOSH JOHNSON • CREATIVE DIRECTOR
RICH YOUNG • DIRECTOR BUSINESS DEVELOPMENT
JASON ULLMEYER • SENIOR DESIGNER
JOSH GREEN • TRAFFIC COORDINATOR
CHRIS CANIANO • PRODUCTION ASSISTANT

FOR MORE ON A *GAME OF THRONES*, VISIT:
WWW.DYNAMITE.NET AND BANTAM-DELL.ATRANDOM.COM

GEORGE R.R. MARTIN'S A GAME OF THRONES, Volume 1, Issue #1. First printing. Published by Dynamite Entertainment, 155 Ninth Avenue, Suite B, Runnemede, NJ 08078. Copyright © 2011 by George R.R. Martin. Adapted from his novel A GAME OF THRONES, copyright © 1996. Dynamite, Dynamite Entertainment and the Dynamite Entertainment colophon are ® and © 2011 DFI. All rights reserved. Dynamite, Dynamite Entertainment & The Dynamite Entertainment logo ® 2011 DFI. All names, characters, events, and locales in this publication are entirely fictional. Any resemblance to actual persons (living or dead), events or places, without satiric intent, is coincidental. No portion of this book may be reproduced by any means (digital or print) without the written permission of Dynamite Entertainment except for review purposes. Printed in Canada

For information regarding press, media rights, foreign rights, licensing, promotions, and advertising e-mail: marketing@dynamite.net

আমাদের ফিরে যাওয়া উচিৎ।
উইল ভেবেছিল এই সীমাহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন বনভূমি যাকে দক্ষিণের অধিবাসীরা ভুতুড়ে বন বলে ডাকে এখানে তাঁর জন্য নতুন করে আতঙ্কের কিছু নেই।
কিন্তু আজ রাতটা আলাদা ছিল!
নয়দিন ধরে তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম ও আবার দক্ষিণে এগিয়ে যাচ্ছে একদল বুনো আদিবাসীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে।
দিন যত পার হচ্ছিলো আবহাওয়া ততই খারাপ হচ্ছিলো, এবং আজকের দিনটি ছিল সবচেয়ে বাজে।
বললাম আমাদের ফিরে যাওয়া উচিৎ। ওই জংলিগুলো মরে গেছে।
এর কি প্রমাণ আছে আমাদের কাছে?
উইল নিজে দেখেছে। সেটাই যথেষ্ট প্রমাণ।
উইল চার বছর ধরে দেয়ালে আছে, এবং সে প্রায় শ' খানেক অভিযানে অংশ নেয়া অভিজ্ঞ দেয়ালরক্ষী। আর গ্যারেড অংশ নিয়েছে চল্লিশটি অভিযানে।
মরমন্ট আমাদেরকে বলেছে ওদের খুঁজে বের করতে এবং আমরা তা করেছি। কিন্তু আমার এই আবহাওয়া ভালো ঠেকছে না।
উইল অবশ্য দেয়ালের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল ছিল, কিন্তু এই ব্যাপারটা তো আর দলপতির সামনে প্রকাশ করা যাবেনা।
স্যার ওয়েইমার প্রায় ৬ মাস হলো দেয়ালরক্ষী হিসেবে শপথ নিয়েছেন, এবং দেয়ালের বাইরে এটি তাঁর প্রথম অভিযান।
যাকে নিয়ে রক্ষীরা প্রায়ই হাসাহাসি করে তাঁর থেকে পাওয়া আদেশ পালন করাটা কঠিন ই বটে।
তুমি যা দেখেছ তা আমাকে আবার খুলে বলো উইল। কিছু বাদ দেবেনা।

ওদের শিবিরটা কাছেই ওই খাড়াই এর ওপাশে। আমি যতটা সম্ভব ওটার কাছাকাছি গিয়েছিলাম।
নারীপুরুষ মিলিয়ে ওখানে মোট আটজন ছিল।
কোন আগুন জ্বলছিল না। তুষারে সব ঢেকে ছিল।
কেউ নড়ছিল না। আমি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছি।
তুমি কোন রক্ত দেখেছ?
না, কিন্তু কোন জীবিত মানুষের পক্ষে এমন নিথর থাকা সম্ভব না।
গ্যারেড, এখানে থেকে ঘোড়াগুলো পাহারা দাও।
আর উইল, আমাকে তুমি ওখানে নিয়ে চলো। আমি নিজে লাশগুলো দেখতে চাই।
আদেশ পেয়ে আর কিছুই করার ছিল না। কারণ আদেশ পালনে সে বদ্ধপরিকর।

উইল, দেখে তো মনে হচ্ছে তোমার "লাশগুলো" শিবির উঠিয়ে পালিয়েছে।
নিজের প্রথম অভিযানেই ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে আমি কালো দুর্গে ফিরবো না। আমরা ওদের খুঁজে বের করবো।
গাছে ওঠো উইল। দেখো আগুনের ধোঁয়া দেখতে পাও কিনা।
তর্ক করার কোন মানে হয়না। ভয়ে তাঁর পেটটা এমন ভরা লাগছিল যেন বদহজম হয়েছে। কামড়ে ধরে থাকা ঠাণ্ডা ইস্পাতের ছুরিটার স্বাদ তাঁকে একটু আরাম দিচ্ছিলো।
ওই জংগলিগুলো যে মারা গেছে তা হলফ করে বলতে পারে সে।
এত ঠাণ্ডা লাগছে কেন?
কে ওখানে?
উইল, তুমি কিছু দেখলে? জবাব দাও।

উইল লুকিয়ে লুকিয়ে আঁধারের মধ্য থেকে ওদের উত্থান হওয়া দেখলো।
তাঁর দায়িত্ব ছিল সংকেত দিয়ে স্যার ওয়েইমার রয়েসকে সতর্ক করে দেয়া।
তবে এটা করলে তাঁর বাঁচার কোন সম্ভাবনাই থাকতো না।
তলোয়ারের সংঘর্ষের সময় ধাতব কোন শব্দই হলো না।
শব্দটা ছিল যন্ত্রণায় কোন জন্তুর চিৎকারের মতো।

রবার্ট
এর নামে আক্রমণ
নিষ্ঠুর একটি হত্যাকাণ্ড। বিবর্ণ তলোয়ারগুলো ধাতব বর্ম ভেদ করে এমনভাবে ঢুকে গেল, যেন সেটা রেশমের তৈরি ছিল।
ওদের কণ্ঠস্বর আর হাসি উইলের মনে ধারালো বরফের টুকরার মতো বিঁধে গিয়েছিল।
অনেকক্ষণ পরে সে আবার নিচে তাকানোর মতো সাহস পেল।
উইল ভয়ে গাছের উপর প্রায় দমবন্ধ করে বসে ছিল। চাঁদটা তখন কালো আকাশের বুকে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিচ্ছিলো।
শেষমেশ সে নেমে এলো।

তলোয়ারটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করা যাবে।
গ্যারেড, কিংবা বুড়ো ভালুক মরমন্ট বা পণ্ডিত এইমন হলে এটা দিয়ে কি করবে তা বুঝতো। কিন্তু এখন তাঁকে যেভাবেই হোক ঘোড়ায় উঠতে হবে।
এবং যত দ্রুত সম্ভব...

গ্রীষ্ম শেষ হবার ইঙ্গিত দিয়ে পরিষ্কার আকাশ ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া নিয়ে ভোর হলো।
ব্র্যান প্রথমবারের মতো তাঁর ভূপতি বাবা ও দুই ভাই জন ও রব এর সাথে রাজার ন্যায়বিচার দেখতে এলো। তাঁর বয়স এখন এটা দেখার জন্য উপযোগী।
সাত রাজ্যের ভূপতি ও রক্ষাকর্তা ব্যারাথিওন পরিবারের রাজা রবার্টের নামে এবং উইন্টারফেলের ভূপতি ও উত্তরের তত্ত্বাবধায়ক স্টার্ক পরিবারের এডার্ড এর বিচারে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

ঘোড়াটা ভালোভাবে ধরে রাখো।
আর, ভয়ে অন্যদিকে তাকাবে না। বাবা কিন্তু বুঝে যাবে।
থিওন গ্রেজয় একটা নির্লজ্জ।
তুমি ভালো করেছো ব্র্যান।
জন ব্র্যানের চেয়ে সাত বছরের বড় এবং ন্যায়বিচারের ব্যাপারে বেশ দক্ষ।

পলাতক প্রহরীটা বীরত্বের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে। তাঁর সাহস ছিল বলতে হবে।
এটা সাহস ছিল না, এটা ছিল ভয়। তাঁর চোখেমুখে সেটা ফুটে উঠেছিল।
এর কারণ হোয়াইট ওয়াকাররা। সে ভালোভাবেই মারা গিয়েছে।
সেতু পর্যন্ত পাল্লা হয়ে যাক।
আচ্ছা।
তুমি ঠিক আছো ব্রান?
হ্যাঁ বাবা, কিন্তু...
কিন্তু রব বলল সে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছে, আর জন বলছে সে ভীত ছিল।
মানুষ কি একই সাথে সাহসী আর ভীতু হতে পারে?
একমাত্র ভীত অবস্থাতেই মানুষ সাহসী ও বীর হয়ে ওঠে।

আর আমি ওকে কেন মৃত্যুদণ্ড দিলাম তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ?
কারণ সে একটা জংলি ছিল যে মহিলাদের অপহরণ করে হোয়াইট ওয়াকারদের কাছে বিক্রি করে দেয়।
বুড়ি খালা নিশ্চয়ই তোমাকে আবার গল্প শোনাচ্ছে। না, সে কোন জংলি ছিল না।
সে রাতের প্রহরীদের একজন রক্ষী ছিল এবং তাঁদের থেকে বেশি বিপদজনক মানুষ আর নেই।
কিন্তু প্রশ্নটা তাঁর মৃত্যু কি কারণে হলো সেটা না, আমি কেন নিজ হাতে তা কার্যকর করলাম সেটা।
কারো জীবন নেয়ার সময় ওই ব্যক্তির চোখে চোখ রেখে তাঁর শেষ কথা শুনতে হয়।
একদিন তুমি রবের পতাকাবাহক হবে, এবং তাঁর হয়ে হয়তো কোন দুর্গের তত্ত্বাবধায়কও হবে।
যখন তোমার হাতে বিচারের ভার পড়বে তখন এতে খুশির কিছু নেই, তবে এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াও চলবে না।
বাবা! ব্র্যান! জলদি এসো! দেখো, রব কি পেয়েছে!
কোন সমস্যা প্রভু?
সন্দেহাতীতভাবে।

একটা অতিকায় নেকড়ে।
এতে এত হৈচৈ এর কি আছে?
দেয়ালের দক্ষিণ পাশে গত দুইশ' বছরে কোন অতিকায় নেকড়ের দেখা পাওয়া যায়নি।
এখনই তো একটা দেখতে পাচ্ছি।
তুমি চাইলে ওকে ধরতে পারো।

এখানে মোট পাঁচটা আছে।
এত বছর পরে লোকালয়ে অতিকায় নেকড়ের বিচরণ আমার ভালো ঠেকছে না।
এটাকে কিসে মেরেছে বলতে পারো?
এর গলায় কিছু একটা বিঁধে আছে। চোয়ালের ঠিক নিচে।
হরিণের শিং। বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত ও বেঁচে ছিল দেখে অবাক হলাম।
এতে কিছু যায় আসেনা। এরা শীঘ্রই মারা যাবে।
সেটা যত দ্রুত হবে ততই ভালো। জন্তুটা আমার কাছে দাও ব্রান।
না!
ও আমার।

তলোয়ার সরাও গ্রেজয়। আমরা বাচ্চাগুলো পুষবো।
ঠাণ্ডায় তিলেতিলে মরার চেয়ে একবারেই কষ্টের জীবন থেকে ওদের অব্যহতি দেয়া উচিৎ।
না!
লর্ড স্টার্ক।
এখানে পাঁচটা শাবক রয়েছে, লর্ড।
তিনটা ছেলে আর দুইটা মেয়ে।
তো কি হয়েছে, জন?
আপনার পাঁচজন আপন সন্তান রয়েছে। তিন ছেলে আর দুই মেয়ে। আর অতিকায় নেকড়ে আপনার বংশের প্রতীক।
এই বাচ্চাগুলো আপনার সন্তানদের প্রাপ্য।

তুমি নিজের জন্য একটা চাও না, জন?
আমি স্টার্ক নই, বাবা। আমি কোন উপাধি ছাড়াই জন্মেছি। আমার উপাধি স্নো।
ওর ভাই কি করলো সেটা ব্র্যান বুঝলো।
হিসেব ঠিকঠাক মিলে গেল কারণ জন নিজেকে বাদ রেখেছে। সে হচ্ছে এডার্ড এর জারজ সন্তান।
আমি চাইনা আমার কোন কর্মচারী ওদের পেছনে সময় দিক।
বাচ্চাগুলো রাখতে চাইলে তোমরা নিজেরা ওদের দেখভাল ও খাবারের ব্যবস্থা করবে। নইলে ওদের পরিণতি কি হবে তা দেবতাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।
আচ্ছা।
ঠিক আছে, বাবা।
জোরি, অন্য বাচ্চাগুলোকেও একত্র করো।
উইন্টারফেলে ফেরার সময় হয়েছে।

কি ব্যাপার, জন?
কিছু শুনতে পাচ্ছেন না?
এ সম্ভবত ঘুরতে ঘুরতে অন্যদের থেকে দূরে চলে গিয়েছিল।
অথবা দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল।
ধবল নেকড়ে? এটা তো মরবে সবার আগে।
আমার তা মনে হয়না, গ্রেজয়।
ওর দেখাশোনা আমি করবো।

রিভাররান এ, যেখানে কেইটলিনের জন্ম , সেখানে গডস্উড নামের প্রাণবন্ত বাগান ছিল। উইন্টারফেলেও তেমন এক বাগান ছিল ভিন্নধর্মী বৃক্ষে পূর্ণ।
উত্তরের প্রতি দুর্গেই এমন একটা গডস্উড থাকে, আর প্রতিটি বাগান গড়ে ওঠে একটি বিশেষ গাছকে কেন্দ্র করে।

আর বাগানের হৃৎপিণ্ড বলে পরিচিত এই গাছগুলোর থাকে মুখমণ্ডল।
নেড?

কেইটলিন।
বাচ্চারা কোথায়?
ওরা রান্নাঘরে বসে নেকড়ের বাচ্চাদের কি নাম রাখবে তা নিয়ে হৈচৈ করছে।
আরইয়া আর সানসা তো এরইমধ্যে ওদের প্রেমে পড়ে গিয়েছে।
রিকন এর ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না।
ও কি ভয় পাচ্ছে?
একটু একটু।
ওকে ভয়ের মুখোমুখি হওয়া শিখতে হবে। ও তো আর চিরকাল ছোট থাকবে না।
তাছাড়া শীত আসছে।

কথাগুলো শুনে কেইটলিনের মনে অজানা শঙ্কা উঁকি দিলো।
স্টার্কদের বাদে প্রতিটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিজস্ব স্লোগান আছে, যা তাঁদের মর্যাদা, বীরত্ব ও বিশ্বস্ততার পরিচয় বহন করে।
তাঁদের একটাই বুলি ছিল, সেটা হচ্ছেঃ শীত আসছে।
আমি জানি এই জায়গাটা তোমার অপছন্দের। কি বলতে এখানে এসেছ, প্রিয়তমা?
আজ একটা দুঃখজনক সংবাদ পেয়েছি, প্রিয়তম।
জন অ্যারিন মারা গিয়েছেন।
ছোটবেলায় নেড তৎকালীন সন্তানহীন জন অ্যারিন এর কাছে বড় হয়েছেন। নেড এর কাছে তিনি দ্বিতীয় পিতার মতো ছিলেন।
কেইটলিন যেমনটা ধারণা করেছিল, নেড ঠিক সেভাবেই খবরটা শুনে মুষড়ে পড়লো।
সে এটাও জানতো যে নেড এখন তাঁর পরিবারের ব্যাপারে খোঁজ নেবে।

জন এর স্ত্রী, মানে তোমার বোন আর ওদের ছেলের কি খবর?
বার্তাতে বলা হয়েছে তাঁরা ভালো আছে এবং দু'জনেই ঈরিতে ফিরে গিয়েছে।
বাচ্চাদের নিয়ে সেখান থেকে ঘুরে এসো।
ওই ছেলেটার অন্য বাচ্চাদের সাথে মেশা উচিৎ, আর লাইসা'র ও এখন একা থাকা ঠিক হবেনা।
সম্ভব হলে আমি তা করতাম।
কিন্তু চিঠিতে আরও একটা তথ্য ছিল। রাজা নিজে উইন্টারফেলে আসছেন তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে।

রবার্ট এখানে আসছে?
আমি জানতাম খবরটা পেলে তুমি খুশি হবে।
দেয়ালে থাকা তোমার ভাইয়ের কাছে খবরটা পাঠানো উচিৎ।
হ্যাঁ, অবশ্যই। বেন এর থাকা উচিৎ এখানে।
তাঁর সাথে সাসেই আর তাঁদের বাচ্চারাও আসছে।
রাণীর ভাইয়েরাও আসবে।
আচ্ছা, যদি রবার্টের সান্নিধ্যের বদলে ল্যানিষ্টারদের উপদ্রব সইতে হয়, আমি এতে রাজি।
একটা ভোজ আর গানবাজনার আয়োজন অবশ্যই করতে হবে।
কিন্তু কেইটলিন এই উচ্ছ্বাস ভাগাভাগি করে নিতে পারলো না।
সে গলায় হরিণের শিং বিদ্ধ অবস্থায় বরফের মাঝে পাওয়া সেই মৃত নেকড়ের কথা শুনেছে।
অজানা ভয় তাঁর মনকে সাপের মতো ঘিরে ধরেছে, কিন্তু সে তাঁর ভালোবাসার মানুষটির সামনে জোর করে হাসিমুখ ধরে রাখলো।
সে জানে এডার্ড কোন কুলক্ষণে বিশ্বাস করেনা।

এটা খুবই সুন্দর। একবার ধরে দেখো।
একটু স্পর্শ করো।
কাপড়টা এত নরম ছিল যে মনে হচ্ছিলো পানির মতো আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এত নরম কিছু সে আগে কখনো পড়েছে বলে মনে করতে পারছে না।
সে এতে ভয় পেয়ে গেল।
এটা কি সত্যিই আমার?
ম্যাজিস্টার ইলিরিও এর পক্ষ থেকে উপহার এটা। রঙটা তোমাকে বেশ মানাবে।
আজ রাতে তোমাকে রাজকুমারীর মতো দেখাবে।
রাজকুমারী। সে তো এটা হবার অনুভূতির কথা ভুলেই গিয়েছে।
কিংবা হয়তো সে কখনো এটা হবার স্বাদই পায়নি।
সে আমাদের জন্য এতকিছু করছে কেন?
ইলিরিও বোকা নয়।
সে জানে সিংহাসনে বসলে আমি আমার বন্ধুদের ভুলে যাবো না।

ম্যাজিস্টার ইলিরিও ছিলেন মশলা, দামী পাথর, ড্রাগনের হাড় ইত্যাদি পণ্যের ব্যবসায়ী।
কথিত ছিল, ইলিরিও'র এমন কোন বন্ধু ছিলনা যাকে সে উপযুক্ত মুল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়নি। তাই ড্যানেরিস তাঁর ভাইয়ের মনে গড়া স্বপ্নজাল দেখে প্রায়ই এ ব্যাপারে নানা প্রশ্ন করতো।
চাকররা এসে তোমাকে গোসল করিয়ে শরীর থেকে আস্তাবলের নোংরা পরিষ্কার করে দেবে।
খাল দ্রোগো আজ নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা চায়।
তুমি আজ রাতে কিছুতেই ব্যর্থ হবেনা। আমাকে ভুলেও রাগাবে না।
রাগাবে?
না।
যখন আমার রাজত্বের ইতিহাস লেখা হবে, তখন আজকের রাতকেই এর সূচনা বলা হবে।

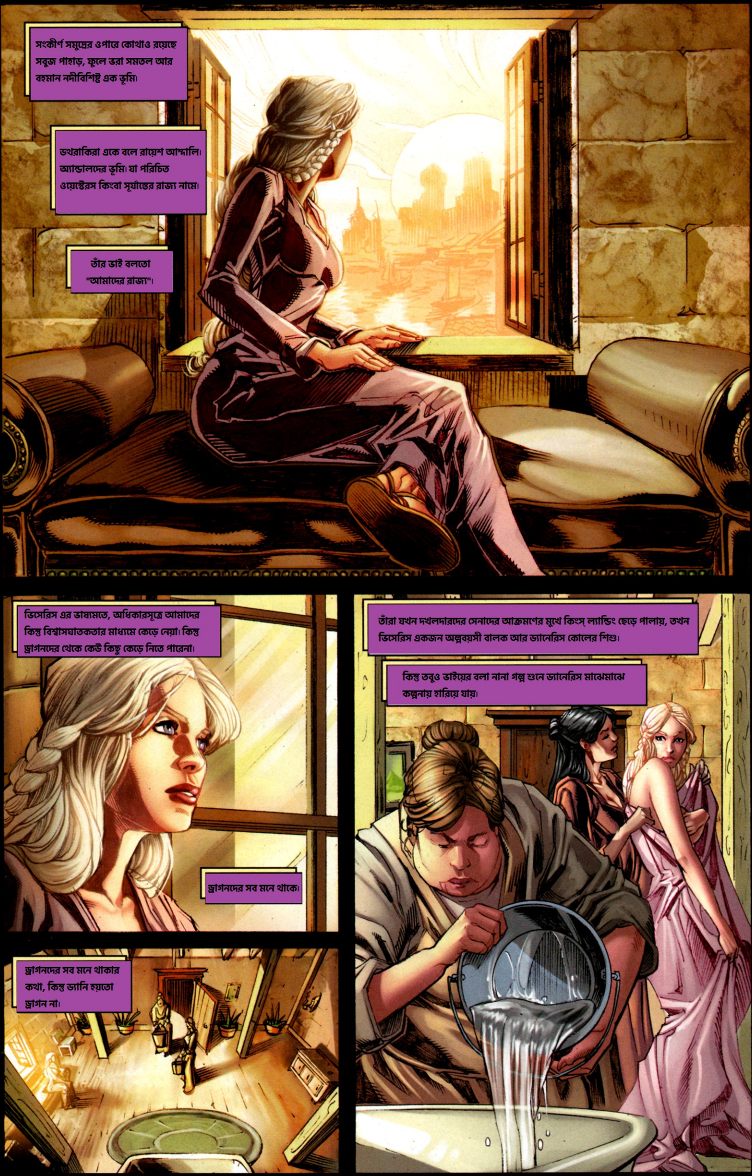
সংকীর্ণ সমুদ্রের ওপারে কোথাও রয়েছে সবুজ পাহাড়, ফুলে ভরা সমতল আর বহমান নদীবিশিষ্ট এক ভূমি।
ডথরাকিরা একে বলে রায়েশ আন্দালি। অ্যান্ডালদের ভূমি। যা পরিচিত ওয়েস্টেরস কিংবা সূর্যাস্তের রাজ্য নামে।
তাঁর ভাই বলতো "আমাদের রাজ্য"।
ভিসেরিস এর ভাষ্যমতে, অধিকারসূত্রে আমাদের কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে কেড়ে নেয়া। কিন্তু ড্রাগনদের থেকে কেউ কিছু কেড়ে নিতে পারেনা।
ড্রাগনদের সব মনে থাকে।
ড্রাগনদের সব মনে থাকার কথা, কিন্তু ড্যানি হয়তো ড্রাগন না।
তাঁরা যখন দখলদারদের সেনাদের আক্রমণের মুখে কিংস্ ল্যান্ডিং ছেড়ে পালায়, তখন ভিসেরিস একজন অল্পবয়সী বালক আর ড্যানেরিস কোলের শিশু।
কিন্তু তবুও ভাইয়ের বলা নানা গল্প শুনে ড্যানেরিস মাঝেমাঝে কল্পনায় হারিয়ে যায়।

তাঁদের ভাই রেইগার ত্রিশুলের যুদ্ধে প্রাণ হারায় দখলদার রবার্টের হাতে। যারা দু'জনেই একই নারীকে ভালোবাসতো।
কিংস্ ল্যান্ডিং যারা দখল করে নেয়, ভিসেরিস এর ভাষায় তাঁরা দখলদারের পোষা কুকুর। ল্যানিস্টার আর স্টার্ক লর্ডরা।
ডর্ন এর রাজকুমারী এলিয়ার বুক থেকে যখন তাঁর দুধের সন্তান তথা রেইগারের বংশধরকে কেড়ে নিয়ে তাঁর সামনেই হত্যা করা হয়, সে প্রাণভিক্ষা চাইছিল।
সিংহাসন কক্ষে তাঁর বাবাকে যখন রাজা হত্যাকারী গলা কেটে খুন করে, সেখানে রাখা শেষ ড্রাগনগুলোর চকচকে খুলি নির্জীব দৃষ্টিতে তা দেখেছে মাত্র।

তাঁর জন্ম হয় কিংস্ ল্যান্ডিং ছেড়ে পালানোর নয় চাঁদ পরে ড্রাগনস্টোনে। যখন একটা গ্রীষ্মকালীন ঝড় দ্বীপটাকে প্রায় লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছিলো।
ড্রাগনস্টোনের কথাও তাঁর মনে নেই।
সেখানকার সৈন্যরা তাঁকে দখলদারের কাছে বিক্রি করে দেয়ার পরিকল্পনা করছিলো, কিন্তু এক রাতে স্যার উইলেম ড্যারি তাঁর চারজন বিশ্বস্ত লোক নিয়ে রাতের আঁধারে ওদের নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়।
তাঁরা ব্রাভোস এ একটা বড় লাল দরজাওয়ালা বাড়িতে থাকতো। ড্যানির নিজের একটা ঘর ছিলো, যার জানালার বাইরে একটা লেবুগাছ ছিল।
স্যার উইলেম মারা যাবার পর চাকরেরা তাঁদের অল্প যে টাকাপয়সা ছিল তা চুরি করে, ফলে একসময় ওই বাড়ি থেকে তাঁদের বিতাড়িত করা হয়।
বড় লাল দরজাটি তাঁদের পেছনে চিরদিনের জন্য বন্ধ হতে দেখে ড্যানি কাঁদছিল।
তখন থেকেই তাঁরা পথেপথে ঘুরছে।

দাঁড়িয়ে একবার ঘোরো তো। তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে...
রাজকীয়।
আলোর প্রভু এই সৌভাগ্যের দিনে আপনার উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করুক, রাজকুমারী ড্যানেরিস।
খাল দ্রোগো অনেক খুশি হবেন।
ধন্যবাদ মাস্টার ইলিরিও।
ড্যানি ধরেই নিয়েছিল তাঁর সাথে ভিসেরিস এর বিয়ে হবে।
ড্রাগনরা যেমন স্থলের জন্তুর সাথে সঙ্গম করেনা, তেমনি টারগেরিয়ানরাও নিচুজাতের মানুষকে বিয়ে করে নিজেদের খাঁটি রক্ত দূষিত করেনা।
কিন্তু এরপরেও সে তাঁর আপন বোনকে এক অসভ্য বর্বরের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে।
আমরা ওর সম্পূর্ণ খালাসার (দল) চাইনা। মাত্র দশ হাজার যোদ্ধাই যথেষ্ট।
রাজ্যের সবাই তাঁদের বৈধ শাসনকর্তাকে সিংহাসনে পেতে উঠে দাঁড়াবে।

টারগেরিয়ান পরিবারের তৃতীয় ভিসেরিস। রোইনার, প্রথম মানুষ ও অ্যান্ডালদের রাজা, সাত রাজ্যের অধিকারী ও রক্ষাকর্তা।
তাঁর বোন ড্যানেরিস স্টর্মবর্ন, ড্রাগনস্টোনের রাজকুমারী।
ওরা তিনজন খাল দ্রোগোর ব্লাডরাইডার, লর্ড ভিসেরিস। আর বাকিজন হলেন স্যার জোরাহ মরমন্ট।
অপরাধীদেরকে রাতের প্রহরীদের কাছে না পাঠিয়ে তিনি দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিতেন। এজন্য রাজা তাঁর গর্দান চান।
একজন নাইট?
আর ওটা খাল দ্রোগো নিজে।
এখানে অপেক্ষা করুন, আমি ওকে নিয়ে আসছি।
ওর ঝুঁটি কতবড় দেখেছ? ডথরাকিরা পরাজিত হলে তাঁদের ঝুঁটি কেটে ফেলে। কিন্তু ও কখনোই...
আমি ওর রাণী হতে চাইনা।
আমি বাড়ি ফিরতে চাই, ভিসেরিস।

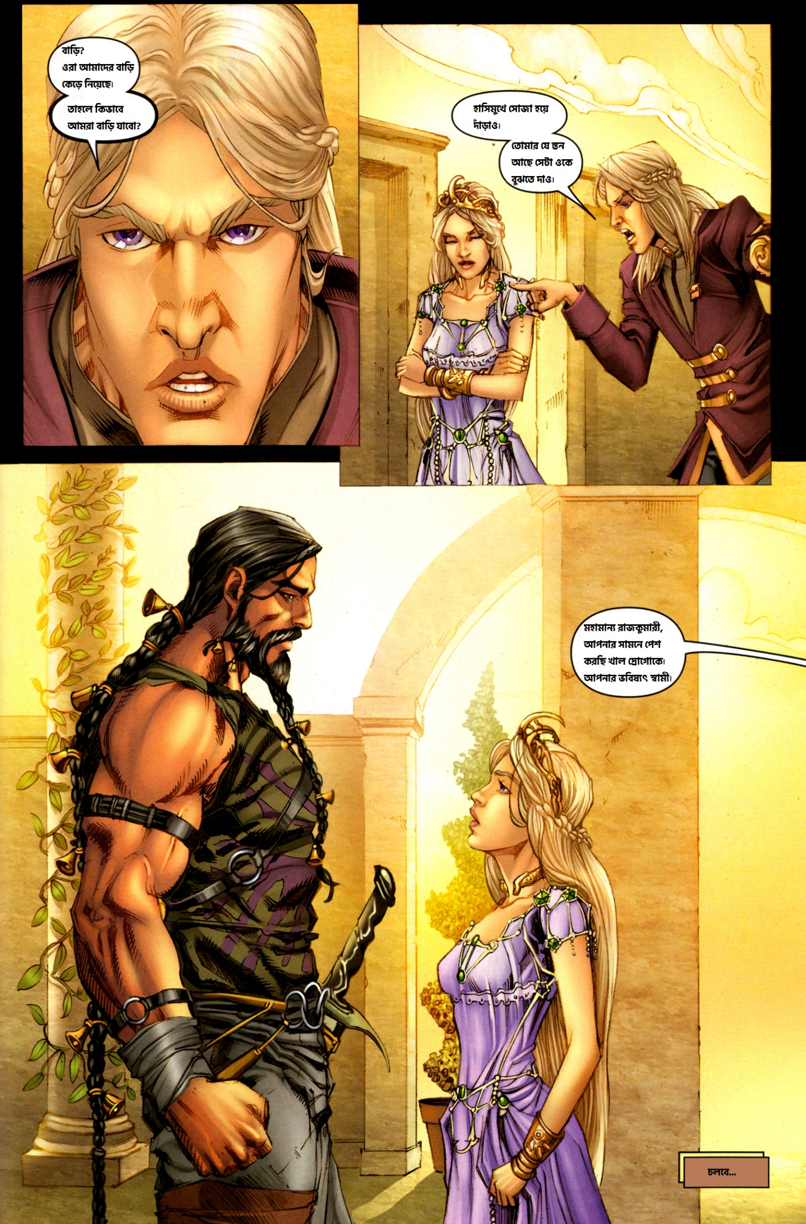
বাড়ি? ওরা আমাদের বাড়ি কেড়ে নিয়েছে।
তাহলে কিভাবে আমরা বাড়ি যাবো?
হাসিমুখে সোজা হয়ে দাঁড়াও।
তোমার যে স্তন আছে সেটা ওকে বুঝতে দাও।
মহামান্য রাজকুমারী, আপনার সামনে পেশ করছি খাল দ্রোগোকে। আপনার ভবিষ্যৎ স্বামী।
চলবে...